১৩/৫/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ... ৬

দৈনিক ইনকিলাব

চবি ক্যাম্পাস ছাত্র-ছাত্রীশূন্য ঃ শিবির ও ছাত্রলীগের অস্ত্র ও শক্তি বৃদ্ধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ অনির্দিষ্টকাল বন্ধ ঘোষিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাস ও হল ছেড়ে চলে গেছে নিজ নিজ ঠিকানায়। কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো, ছাত্ররা সোমবার বিকেলেই হল ছেড়েছে। ছাত্রীরা হল ছেড়েছে গতকাল সকালে। তাদেরকে শার্টল ট্রেনে শহরে পৌঁছানো হয়। ক্যাম্পাস এখন খাঁ খাঁ করছে। এদিকে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করলেও ক্যাম্পাস দখলের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি শিবির ও ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনী অবস্থান করছে ক্যাম্পাসের আশপাশে।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, শিবির বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর সড়ক এলাকায় ও ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নম্বর সড়ক এলাকায় অবস্থান করছে। নিজ নিজ আস্তানায় গড়ে উঠেছে বিপুল শক্তি ও অস্ত্রশস্ত্রের মজুত। তারা যে কোন সময় নতুন করে সংঘাতে লিপ্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সহিংসতার আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে ৩ শতাধিক পুলিশ ও বিডিআর-এর বিরাট বহর অবস্থান করছে।

এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবির, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ও সংগ্রামী ছাত্রঐক্য অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানিয়েছে। গতকাল (মঙ্গলবার) বিকেলে শহরের লালদীঘি চত্বরে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের সমাবেশে বক্তাগণ বলেছেন, অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠানো না হলে ছাত্রঐক্য ভার্সিটির আওয়ামী প্রশাসনের বিরুদ্ধে কর্মসূচী দেবে। নগর সিটির সভাপতি আলমগীর মোঃ ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সহকারী সাধারণ সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামীম, শিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মঞ্জু, ভার্সিটি শিবির সভাপতি আলাউদ্দিন শিকদার, সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম মজুমদার, ছাত্রদল নেতা ফেরদৌস মুরশেদ খান, জাতীয় যুব ফোর্সের মহাসচিব এমএ কাদের প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

অন্যদিকে গতকাল সকালে নগরীর বিআইএ মিলনায়তনে শিবিরের এক যৌথ প্রতিনিধি সভায় নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘটনা ছিল সাজানো নাটক। ভিসির বক্তব্য থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন, ভিসি সোমবার তার অফিসে যাননি। কিন্তু ভিসি বলছেন, ছাত্রলীগ তাকে স্মারকলিপি দিতে গিয়েছিল। এ ধরনের মিথ্যাচার প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল করার নামান্তর। ভার্সিটি শিবির সভাপতি আলাউদ্দিন শিকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রতিনিধি সভায় শিবিরের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি মাওলানা শামসুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় ছাত্র আন্দোলন বিষয়ক সম্পাদক মুজিবুর রহমান মঞ্জুসহ উত্তর, দক্ষিণ ও মহানগর নেতৃবৃন্দ বক্তব্য প্রদান করেন। সংগ্রামী ছাত্রঐক্য চবি শাখার অপর এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তাগণ জরুরী সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়ার দাবী জানান।

এদিকে ছাত্রদলের এক বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতিতে ভার্সিটির ১ নং সড়কে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে বলে জানা গেছে।

সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ চট্টগ্রামের নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে বৈধ ছাত্রদের হলে উঠানো ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবী জানান। গতকাল একযুক্ত বিবৃতিতে পরিষদের পক্ষে মহানগর বিএনপি সভাপতি মীর মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, জাপা সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম, জামায়াতের আমীর মাওলানা শামসুল ইসলাম, ইসলামী ঐক্যজোট সভাপতি আবদুর রহমান চৌধুরী, সেক্রেটারীবৃন্দ যথাক্রমে আলহাজ্ব দস্তগীর চৌধুরী, খোরশেদ আলম চৌধুরী ও ডাঃ মুহাম্মদ রফিক একযুক্ত বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের নেপথ্য নায়ক সংখ্যালঘু ভিসি।